ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৮/০৫/২০১৮ ।।

খোয়াইয়ে পর্যালোচনা সভা
জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে - মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ মে।। গরীব ও পিছিয়ে পড়া অংশের জনগণের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের যে সব প্রকল্প রয়েছে সেগুলি যথাযথ সময়ে প্রান্তিক স্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কোনও কাজ যেন থেমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। গতকাল বিকেলে খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে খোয়াই জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের পর্যালোচনা সভায় এ কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এই সব প্রকল্প সঠিক সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আধিকারিকদের প্রতি মাসে অন্ততঃ ১৫ থেকে ২০ দিন নিজ নিজ কাজের এলাকায় পরিদর্শন করতে হবে। কাজের সঠিক তদারকি বজায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্প সঠিক সময়ে রূপায়ণ করতে হবে। যে যে জায়গায় আধিকারিকরা যে যে কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপর জোর দিয়েছে। এর জন্য প্রতিটি সরকারী অফিসে অন্তত: ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে যাতে এল ই ডি বাল্ব ব্যবহার করা হয় সেজন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করার উপরও তিনি পরামর্শ দেন। বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে বিদ্যুতের হুকলাইন ব্যবহার মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামে গ্রামে হুকলাইন ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, হুকলাইন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ম্যালেরিয়াতে কারও যেন মৃত্যু না হয় তারজন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের আগে থেকেই ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাগুলির প্রতি নজর রাখতে হবে। আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, এই সরকার জনগণের সরকার। সকল স্তরের আধিকারিক-কর্মচারীদের তাই আরও আন্তরিকভাবে জনগণের কাছে পৌঁছুতে হবে। জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ভাবনা নিয়েই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন তিনি। পর্যালোচনা সভায় খোয়াই জেলার জেলাশাসক ডা. সন্দীপ মাহাত্মে জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে স্বচ্ছ ভারত কোষ থেকে প্রাপ্ত অর্থে খোয়াই জেলায় মোট ৯০২০টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৮,৮৪৯টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া, বি পি এল পরিবারগুলির জন্য এম জি এন রেগায় প্রাপ্ত অর্থে জেলায় মোট ১১৩৬৪টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১০৮৩৪টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে গ্রামে গ্রামে যে সব শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলি যথাযথ হয়েছে কিনা তা তদারকি করার জন্য নির্দেশ দেন। জেলা শাসক সভায় জানান, রেগায় এই জেলায় এ পর্যন্ত ৯১ হাজার ৪৭৭টি কাজ শেষ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রেগার কাজের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় জেলা শাসক খোয়াই জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণের কাজের অগ্রগতির উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের ইমপ্লিমেন্টিং অফিসারদের কাজের অগ্রগতি সময়ে সময়ে তদারকি করার পাশাপাশি গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ও গুণগতমানের দিকটিতে অধিক গুরুত্ব দিতে এবং গৃহ প্রাপকদের সাথে যোগাযোগ রেখে নির্মাণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। বৈঠকে বন দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, আনারস চাষ ও বাঁশ চাষের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েই কাজের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে। বাঁশ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, আনারস চাষের পাশাপাশি কৃষি বনায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা জানান তিনি। বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনার আওতায় এই জেলায় ৫১টি রেভিনিউ ভিলেজকে আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। ৫১টি ভিলেজকেই এর আওতায় আনা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ১১৬টি সার্ভিস কানেকশন শিবির করা হয়েছে এবং ৫৯৫টি সার্ভিস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, উজ্জ্বলা যোজনায় লক্ষ্যমাত্রার ৬১টি রেভিনিউ ভিলেজের সবকটিকেই এর আওতায় আনা হয়েছে। এল ই ডি বাল্ব বিক্রি করা হয়েছে ১০৯৯৫টি। কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩৫৩টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আনা হয়েছে ৩৫৮টি পরিবারকে। এই যোজনায় বীমা কোম্পানী থেকে ১৪৪ জন এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এই বীমার সুফল সম্পর্কে আরও ব্যাপক প্রচারের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জনপ্রতিনিধিদের ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই বীমার সুফল গ্রহণের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা সহ অন্যান্য যোজনার সুফল সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করারও পরামর্শ দেন। এছাড়া, সভায় প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনার বিভিন্ন কাজকর্মের কথা উল্লেখ করেন দপ্তরের প্রতিনিধি। বৈঠকে তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই মহকুমা শাসকগণ প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস কানেকশনের কাজের অগ্রগতির উল্লেখ করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আমরা ক্রাইম ফ্রি, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছি তাতে আরক্ষা দপ্তরের গুরুত্ব অনেক। পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধ দমন, গাঁজা চাষ রোধ, চাঁদা ও জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ রোধ, নারীদের সম্মান ও সুরক্ষা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আরক্ষা প্রশাসনের গুরুত্ব ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন তিনি। সভায় এছাড়াও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল, সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, স্পেশাল ডেভেলপম্যান্ট স্কিম(এস ডি এস), স্পেশাল প্ল্যান অ্যাসিস্টেন্স(এস পি এ) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজাতি কল্যাণ ও বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, প্রধান সচিব কুমার অলক, এল কে গুপ্তা, মনোজ কুমার, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার, বিভিন্ন ব্লকের বি ডি ও এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভার আগে গত ৬ মে খোয়াই জেলার পদ্মবিল ব্লকের পশ্চিম বেলছড়া এ ডি সি ভিলেজে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শনের পর খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে এক জরুরী বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পে যে নির্মাণ কাজ হচ্ছে সেগুলির গুণমান ঠিক রাখতে হবে এবং কাজের তদারকি করতে হবে। জরুরী পরিষেবা যেমন এম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসকে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরকেও এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া, জেলা ও মহকুমা প্রশাসন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, টাস্ক ফোর্স, বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবক সংস্থাকে একাজে তৎপরতার সাথে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় টি এস আর বাহিনীর জওয়ানদেরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

পশ্চিম বেলছড়ায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,৭ মে।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ খোয়াই জেলার পদ্মবিল ব্লকের পশ্চিম বেলছড়া এডিসি ভিলেজে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। গত ৬ মে-র ঝড়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এলাকাটি। ঝড়ের দাপটে বসত ঘর ভেঙ্গে মাটির নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের। মৃতার নাম হীরামণি সাঁওতাল, বয়স ৫৫। এছাড়াও আহত ৯ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মুখ্যমন্ত্রী আজ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার বিষয়ে আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মৃতার পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানান। তিনি মৃতার পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মৃতার পরিবারকে মহকুমা প্রশাসন থেকে ৪ লক্ষ টাকা সহায়তা দিতে বলেন। মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয় ঘর মেরামতির জন্য দেওয়া হবে ৯৫ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, পশ্চিম বেলছড়া এলাকায় ঐদিনের ঝড়ে ৭০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৩১৩ জন বেলছড়া উচ্চবিদ্যালয়ে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেন। ত্রাণ শিবিরে খোয়াই মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে পরিস্রুত পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী বেলছড়া উচ্চবিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গেও কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে ২ হাজার টাকা করে নগদ এবং ৫ হাজার টাকা করে চেকের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ৯৫ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দ্রুত আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে এবং ত্রাণ শিবিরেও স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মোহনপুর ও সিপাহীজলা জেলাতেও ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে বেলছড়ায় ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সবাইকে সহায়তা দেওয়া হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলার পর প্রত্যেকেই সরকারী সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এদিন পরিদর্শনের সময় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণী রায় ও বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী কুমার অলক, ও এস ডি সঞ্জয় মিশ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ।

নালসার প্রকল্প রূপায়ণে কমিটি গঠিত

আগরতলা, ০৭ মে।। নালসা (NALSA)-র বিভিন্ন প্রকল্প সঠিকভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার্সদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি পথ শিশুদের উদ্ধার, কাউকে পাচারের চেষ্টা করা হলে তাকে, একা হয়ে পড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধার ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার মত বিভিন্ন ধরণের কাজ করবে। এই কমিটি যাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে তারা হলেন, রঞ্জিত পাল, পি এল ভি, ডি এল এস এ (পশ্চিম) ফোন নং- ৮২৫৬৯১৭৮০৯/৭০০৫২৫৪৫৭৫, শহিদ মিঞা, পি এল ভি, ডি এল এস এ (পশ্চিম) ৯৭৭৪১৩৭৮৫৪, রাজীব কুমার পাল, পি এল ভি, ডি এল এস এ (পশ্চিম) ফোন নং- ৮৭৯৪৯৮৭১০৩, সেন্টু ঋষিদাস, পি এল ভি, এস ডি এল এস সি (সদর) ফোন নং- ৯৭৭৪৬৯৫১৬৪/ ৮৭৮৭৮৩৮৯৩০, মুক্তা দেব, পি এল ভি, এস ডি এল এস সি (সদর) ৯৭৭৪১৪৮৪৬৫/ ৯৪৮৫৩৩৫৯৩১, সুস্মিতা পাল, পি এল ভি, এস ডি এল এস সি (সদর) ফোন নং- ৮৭৯৪৬৪৮৮২২, ক্ষীরমোহন সরকার, পি এল ভি, ডি এল এস এ (পশ্চিম) ৯৭৭৪৫৪৭৩০৩, চিরঞ্জিত রুদ্র পাল, পি এল ভি, এস ডি এল এস সি (সদর) ৮৯৭৪১০৬৭০৮, সুমন রায়, পি এল ভি, ডি এল এস এ (পশ্চিম) ৯০৮৯৬৮৫০৭৪, মেঘধন দেব, পি এল ভি, ডি এন এস এ (পশ্চিম) ৯৭৭৪৩৮২৩৬৯, সুমি সেন, পি এল ভি, এস ডি এল এস সি (সদর) ফোন নং- ৮৭৯৪৮৮০১১৭ এবং মাম্পি বর্ধন, পি এল ভি, এস ডি এল এস সি (সদর) ফোন নং- ৮৭৯৪৭৬১৪৭০, এই কমিটি ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির জেলা সচিবের তত্বাবধানে কাজ করবে। সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির জেলা সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মেলাঘরে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি

সোনামুড়া, ০৭ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে দুঞ্চদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৯মে রবীন্দ্র জয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠান হবে সন্ধ্যা ৬ টায় মেলাঘর টাউন হলে। এদিন অনুষ্ঠান শুরু হবে সকালে পুর পরিষদ অফিসের সামনে রবীন্দ্র মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। এরপর হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। বিকালে পুর পরিষদের মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার।

আগামী ১০ মে বিকালে আয়োজন করা হয়েছে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার। সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়েছে পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সম্প্রতি মেলাঘর পুর পরিষদের মিলনায়তনে রবীন্দ্র জয়ন্তী আয়োজনের প্রস্তুতি সভায় এসব সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

৯ মে রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন

উদয়পুর, ০৭ মে।। আগামী ৯ থেকে ১১ মে তিনদিন ব্যাপী উদয়পুরের পুরাতন রাজবাড়ী ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে রাজর্ষি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৯মে বিকাল ৫ টায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক বুর্বোমোহন ত্রিপুরা, বিধায়ক সিন্ধু কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক রতন ভৌমিক, গোমতী জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার, জেলা পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডী প্রমুখ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পদ্ম মোহন জমাতিয়া, সমাজসেবী জিতেন্দ্র মজুমদার, সুব্রত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুভাষ দেব, রাজর্ষি উৎসব কমিটির সভাপতি শীতল চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।